ভোরের কাগজ

JUN. 24 2002

তারিখ ....

পৃষ্ঠা .... কলাম ....

আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীই আবার ঢা.বি উপাচার্য

কাগজ প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীকেই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার গতকাল বিএনপি-জামাত সমর্থক সাদা দলের শিক্ষক অধ্যাপক চৌধুরীকে এ পদে নিয়োগ দেন।

গত ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর বিএনপি-জামাত জোট সরকার গঠিত হওয়ার ১ মাসের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীকে অব্যাহতি দিয়ে আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেয় জোট সরকার। ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীকে জোট সরকার উপাচার্যের পদ থেকে অব্যাহতি দিলে সে সময় বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীই

● প্রথম পাতার পর

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অনেকেই এ বিষয়টিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩-এর লঙ্ঘন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ওপর হস্তক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন।

গত ১২ নভেম্বর অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীকে ১৯৭৩-এর ১১ (২) ধারা অনুযায়ী উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া হলেও ধারাটির যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন।

পরবর্তী সময়ে বিতর্ক এড়ানোর জন্য জোট সরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের পরামর্শ দেয়। এই পরামর্শ অনুযায়ীই উপাচার্য প্যানেল মনোনীত করা হয়।

গত ১৭ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে বিএনপি-জামাত সমর্থক শিক্ষকদের মধ্য থেকে তিন জনের একটি উপাচার্য প্যানেল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মনোনীত হন। আওয়ামী লীগ সমর্থক নীল দল কোনো প্যানেল দেওয়া থেকে বিরত থাকে। উপাচার্য প্যানেলে মনোনীত তিনজনের মধ্যে অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ছাড়া অপর যে দুজন শিক্ষক ছিলেন তারা হলেন অধ্যাপক আসাদুজ্জামান এবং অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার।

ঢা.বি অধ্যাদেশ '৭৩-এর ১১ (১) ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার ৪ বছরের জন্য অধ্যাপক চৌধুরীকে উপাচার্য নিয়োগ দিলেন।